بسم الله الرحمن الرحيم

লণ্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৩রা ডিসেম্বর, ২০০৪ মোতাবেক ৩রা ফাতাহ্, ১৩৮৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (সূরা আয্ যারিয়াত : ৫৭)

অর্থ: **আর আমি জ্বীন এবং মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি।**

সম্প্রতি আমেরিকা থেকে কেউ আমাকে লিখেছে যে, বর্তমানে মনে হয় পাশ্চাত্য সমাজ দ্বারা প্রভাবিত কোন কোন মানুষ এই প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করানোর কী প্রয়োজন ছিল? এতে বাহ্যতঃ এমন মনে হয়, (নাঊযুবিল্লাহ্) জগৎপূজারীদের ন্যায় খোদা তা'লারও তাঁর অনুসারী বা আদেশ মান্যকারীদের প্রয়োজন রয়েছে কিংবা এমন মানুষের প্রয়োজন যারা প্রতিনিয়ত তাঁর নাম জপতে থাকবে, তাঁর সমীপে বিনত থাকবে। চিঠিতে একথা স্পষ্ট ছিল না যে, এমন ধ্যান-ধারণা পোষণকারীরা কি আহমদী, অ-আহমদী নাকি সেই সমাজেরই যুবকরা নাকি অন্য কেউ। যাহোক, এথেকে আমি যতটুকু আভাস পেয়েছি তা হলো– হয়তো (তাদের মধ্যে) কতক আহমদী যুবকও থাকবে অথবা তাদের মধ্যে কোন কোন আহমদীও থাকবেন। কেবল যুবকরাই নয় বরং বয়স্করাও কখনো কখনো এমন হয়ে যায়– যারা অনেক সময় লা-মাযহাবী (অর্থাৎ যারা ধর্মে বিশ্বাসী নয়) অথবা অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এমন কথা বলে বসে অথবা (তাদের দ্বারা) প্রভাবিত হতে থাকে। কাজেই, আভাস এটিই ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা যে পাঁচবেলার নামাযের আদেশ প্রদান করেছেন একেতো এটি একটি বাড়তি বোঝা আর এভাবে নিয়মিত নামায পড়া এবং আল্লাহ্ তা'লার সামনে বিনত হওয়ার বাহ্যতঃ কোন প্রয়োজন নেই। আর আজকালের ব্যস্ততম যুগে এটি খুবই কঠিন কাজ। যাহোক, নাস্তিকতা ও খ্রিস্টধর্ম উভয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এমন লোকেরা এধরণের কথা বলতে পারে আর তাদের ওপর এসব বিষয় প্রভাব বিস্তার করে।

আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা যে, পাশ্চাত্যে বসবাস করা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র কৃপায় (ব্যতিক্রম ভিন্নকথা) সাধারণত আহমদীরা ইবাদত-বন্দেগী এবং নামাযে আলস্য দেখাতে পারে কিন্তু (তাই বলে) এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি রাখে না যে, আল্লাহ্‌র ইবাদত করানোর কী এমন প্রয়োজন? কিংবা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই যুগে এ ধরণের ইবাদত এবং এমন বিধিনিষেধ অসম্ভব। কিন্তু যেমনটি আমি বলেছি, সাধারণত এমনটি হয় না কিন্তু হাতেগোণা কয়েকজন আহমদীও যদি এমন থাকে যাদের জামাতের সাথে খুব একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক বলতে আমি বুঝাচ্ছি, যারা জামাতের

অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করে না অথবা জলসা ইত্যাদিতে আসে না কিংবা যাদের ধর্মীয় জ্ঞান নেই। এসব লোকেরা নিজেদের খুব শিক্ষিত ভাবে, এরাই এমন কথাবার্তা বলে বসে। নিজেদের পরিবেশে এ ধরণের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মন্দের বীজ বপন করতে পারে। অথবা যেমনটি আমি বলেছি, কখনো কখনো লা-মাযহাবী (তথা যারা ধর্মে বিশ্বাসী নয়) লোকেরা পরিবেশকে প্রভাবিত করে। আর মানুষ যেহেতু সহসাই মন্দের জালে ফেঁসে যায় তাই দুশ্চিন্তাও হয়, কেননা এমন পশ্চিমা সমাজে যেখানে বস্তুবাদিতা প্রবল (সেখানে) এমন আলাপ-আলোচনা পাছে আবার অন্যদেরও নিজের গ্রাসে পরিণত না করে। এ কারণেই আমি এই বিষয়টি নির্বাচন করেছি।

কিন্তু কিছু বলার পূর্বে অঙ্গসংগঠনগুলো (যেমন) খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্‌রও কর্তব্য হলো, তারাও যেন নিজ নিজ গণ্ডিতে খতিয়ে দেখতে থাকে। সাধারণভাবে যারা আহমদী বলে আখ্যায়িত হয় অন্তত তাদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ থাকা উচিত। যেসব তরুণ দূরে সরে থাকে তাদেরকে কাছে আনতে হবে যাতে এ ধরনের মন-মানসিকতা অথবা এমন কথাবার্তা তাদের মগজ থেকে বেরিয়ে যায়।

এখন আমি যে আয়াতটি পাঠ করেছি আর আপনারা এর অনুবাদও শুনেছেন। এতে আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে একথাই বলেছেন যে, আমি জ্বীন এবং মানবজাতিকে ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি। কিন্তু এখানে এই বাধ্যবাধকতা নেই যে, জ্বীন এবং মানবজাতির মধ্যে আল্লাহ্ তা'লা যাই সৃষ্টি করেছেন তারা অবশ্যই জন্মলগ্ন থেকেই নিজ নিজ পরিবেশে বেড়ে উঠলে তবেই তারা ইবাদতকারী হবে। তাদেরকে পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তারা যেন ইবাদতকারী হয়, সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য ইবাদত হওয়া সত্ত্বেও যেমনটি আমি বলেছি, শয়তানকেও পুরো স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছেন। পরিবেশকেও প্রভাব সৃষ্টি করার অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন।

(আল্লাহ্ তা'লা) বলেছেন, যে আমার বান্দা হতে চাইবে, আমার নৈকট্য লাভ করতে চাইবে সে অবশ্যই তার মাথায় এই লক্ষ্য নির্ধারণ করবে যে, তাকে ঐশী নির্দেশাবলী অনুযায়ী ইবাদত করতে হবে। এখন একজন মুসলমানের ইবাদতের রীতি-পদ্ধতি তাই যা মহানবী (সা.) আমাদেরকে বলেছেন। মহানবী (সা.) আনীত শরীয়তই আমাদের মেনে চলতে হবে। তিনি যেভাবে আল্লাহ্‌র নির্দেশনাবলী অনুধাবন করে আমাদেরকে ইবাদতের রীতি-পদ্ধতি শিখিয়েছেন ঠিক সেভাবেই ইবাদতও করতে হবে। আর যে সময়সূচী বাতলে দিয়েছেন সেই সময়েই ইবাদত করতে হবে। অন্যথায় মুসলমান বলারও কোন অধিকারই নেই এবং আল্লাহ্ তা'লার বান্দা আখ্যায়িত হওয়ারও কোন অধিকার নেই। এমনটি হলে, শয়তানের বান্দা বলে আখ্যায়িত হবে। কিন্তু এমনই চিন্তাধারার মানুষ যদি সে মুসলমান হয় তাহলে (তার ওপর) মুসলিম সমাজের প্রভাব থাকে। আহমদী হলে তো আরো বেশি দৃঢ় ঈমানের অধিকারী পরিবারের প্রভাব থাকে, যারা ইসলামী শিক্ষা অনুশীলনকারী। আর এই পরিবেশেই যেহেতু লালিত-পালিত হয় তাই তারা যখনই কোন সমস্যা বা বিপদগ্রস্ত হয় তখন

দোয়ার প্রতি তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হয় এরপর দোয়ার জন্য অনুরোধও করে। এতদসত্ত্বেও আপত্তি করে যে, ইসলাম (ধর্মে) ইবাদতের যে রীতি-পদ্ধতি তা অনেক কঠিন। মোটকথা, মাথায় ইবাদতের ধারণাও রয়েছে আর এই বিশ্বাসও পোষণ করে যে, কোন বিপদের সময় আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিনতও হতে হবে। কিন্তু পাঁচবেলা নামায পড়া যেহেতু বোঝা মনে হয় তাই (তারা) ইবাদতের মনগড়া ব্যাখ্যা করতে চায়। এথেকে অবকাশ লাভ করতে চায়। কিন্তু যেমনটি আমি বলেছি, যদি (নিজেকে) আহমদী দাবি করেন, মুসলমান দাবি করেন তাহলে ইবাদতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তা-ই যা মহানবী (সা.) প্রদর্শন করেছেন। এরপর এ যুগে বিশেষভাবে আহমদীদের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেসব আদর্শ এবং পবিত্র কুরআনকে সঠিকভাবে অনুধাবন করে এর ব্যাখ্যা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

তাই আমাদেরকে এযুগে সেসব নির্দেশ বুঝার জন্য এবং তা যথাযথভাবে পালন করার জন্য ঠিক সেভাবেই আমল করতে হবে এবং সেসব সীমারেখায় পরিচালিত হতে হবে যা হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের বুঝিয়েছেন। আর আমরা এসব পথে পরিচালিত হয়েই আমরা পুণ্য এবং ইবাদতের রীতি-পদ্ধতির ওপরও প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি।

তিনি (আ.) বলেন, **"মানুষ যেহেতু প্রকৃতিগতভাবে খোদা তা'লার জন্যই সৃষ্ট, যেমনটি বলা হয়েছে, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ** (সূরা আয্ যারিয়াত: ৫৭) **তাই আল্লাহ্ তা'লার তার প্রকৃতির মাঝেই নিজের জন্য কিছু না কিছু প্রোথিত করে রেখে দিয়েছেন আর প্রচ্ছন্ন থেকে প্রচ্ছন্ন উপকরণ দ্বারা তাকে নিজের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এথেকে বুঝা যায়, খোদা তা'লা তোমাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য এটি নির্ধারণ করেছেন যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করো। কিন্তু যারা নিজেদের এই মূল ও প্রকৃতিগত উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করে কীট-পতঙ্গের ন্যায় জীবনের একমাত্র লক্ষ্য কেবল পানাহার ও নিদ্রা যাপন মনে করে তাহলে তারা খোদা তা'লার কৃপা থেকে দূরে ছিটকে পড়ে আর তাদের জন্য খোদা তা'লার কোন দায়িত্ব থাকে না। সেই জীবন যার দায়িত্ব (তিনি) নিয়েছেন তা হলো, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লাও তখনই দায়িত্ব নিবেন যখন তাঁর নির্দেশাবলী পালন করবে এবং তাঁর ইবাদত করবে।"**

তিনি (আ.) বলেন, **সেই জীবন যার দায়িত্ব (তিনি) নিয়েছেন তা হলো, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ আয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে জীবনের দিক পরিবর্তন করে নাও। মৃত্যুর কোন ভরসা নেই... তুমি এ কথাটি অনুধাবন করো যে, তোমাকে সৃষ্টি করার নেপথ্যে খোদা তা'লার উদ্দেশ্য হলো, তুমি যেন তাঁর ইবাদত করো এবং তাঁরই হয়ে যাও, এই পার্থিব জগৎ যেন তোমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য না হয়। তাই আমি বার বার এবিষয়টি বর্ণনা করছি, কেননা আমার দৃষ্টিতে এটিই একমাত্র বিষয় যেজন্য মানুষ (পৃথিবীতে) এসেছে আর এ বিষয় থেকেই সে দূরে ছিটকে পড়ে আছে। আমি বলছি না**

যে, তুমি জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যগ করো, স্ত্রী-সন্তানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন অরণ্যে কিংবা পাহাড়ে গিয়ে বসবাস করো। ইসলাম একে বৈধ মনে করে না; আর বৈরাগ্যবাদ ইসলামের উদ্দেশ্য নয়। ইসলাম তো মানুষকে চৌকস, বিচক্ষণ ও করিতকর্মা বানাতে চায়। তাই আমি বলছি, তুমি তোমার সর্বশক্তি-সামর্থ্য দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করো। হাদীসে এসেছে, যার কাছে জমি আছে সে যদি তা (যথাযথভাবে) চাষাবাদ না করে তাহলে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। অতএব, কেউ যদি এর এই অর্থ করে যে, জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া তাহলে সে ভুল করে। না, আসল কথা হলো; তোমরা যেসব ব্যবসা-বাণিজ্য করো সেক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখো, খোদা তা'লার সন্তুষ্টি যেন উদ্দেশ্য হয় আর তাঁর ইচ্ছা পরিপন্থী নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং আবেগ-অনুভূতিকে প্রাধান্য দিবে না।" (আল্ হাকাম, ১০ আগষ্ট, ১৯০১, পৃষ্ঠাঃ ২)

তিনি (আ.) অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন-ই হওয়া উচিত তোমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য। কেননা, সঠিক প্রকৃতি হলো তা-ই যা মানবীয় প্রকৃতি– যাতে (অর্থাৎ যে প্রকৃতিতে) তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে; তা হলো– মানুষ যেন তার স্রষ্টার প্রতি বিনত হয়। কিন্তু সে তাঁর ইবাদত না করলে, তাঁর সামনে বিনত না হলে তবে আল্লাহ্ তা'লাও তার বিপদাপদে কিংবা কষ্টের সময় অবশ্যই তার সাহায্যে এগিয়ে আসতে এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করতে বাধ্য নন। অতএব, আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ লাভ করতে চাইলে তাঁর ইবাদতও করতে হবে। তিনি (আ.) বলেন, তোমার জাগতিক কাজকর্ম রয়েছে- তাও করো, চাকরী করো, ব্যবসা বাণিজ্য করো, কৃষক হলে কৃষিকাজও করো কিন্তু সর্বোপরি তোমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনই হওয়া উচিত। আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি তাঁর ইবাদতের মাঝে নিহিত। সাধারণ পার্থিব বিষয়াদির ক্ষেত্রেও মানুষ যখন কোন কিছুর স্বত্ত্বাধিকারী হয় তখন সে তার ইচ্ছানুযায়ী তা ব্যবহার করতে চায়। কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রেও এই নির্দেশই প্রদান করে, তুমি আমার নির্দেশ মতো কাজ করবে আর অন্য কারো কথা শুনবে না। কাজেই, আল্লাহ্ তা'লা যিনি রব (প্রতিপালক), মালিক (অধিপতি) এবং মা'বূদ (উপাস্য)ও বটে (তাহলে) তাঁর কথা মানতে আমাদের আপত্তি হয় কেন?

এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও কিছুটা ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এটি সেসব লোকের আপত্তি যারা বলে, খোদা তা'লা তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কেননা তিনি চান বান্দা যেন তাঁর ইবাদত করে; এটি তাঁর ইচ্ছা। এখানে এই আপত্তিরও খণ্ডন করেছেন।

তিনি (রা.) বলেন, **"খোদা তা'লা যে বান্দাকে তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন এই শিক্ষাকে বাহ্যতঃ স্বার্থপর বলে মনে হয় আর এমন মনে হয় যেন খোদা তা'লা বান্দার ইবাদতের মুখাপেক্ষী; কিন্তু পবিত্র কুরআনের প্রতি অভিনিবেশ করলে প্রকৃত অবস্থা একবারেই ভিন্ন পরিলক্ষিত হয়। কারণ পবিত্র কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে যে, আল্লাহ্ তা'লা বান্দার ইবাদতের মুখাপেক্ষী**

নন। অতএব, সূরা আনকাবূতের প্রথম রুকূতে বর্ণিত হয়েছে, وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (সূরা আল্ আনকাবূত: ৭) **অর্থাৎ, যে ব্যক্তি (নিজের) আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষ্যে কোন প্রকার চেষ্টা-সাধনা করে (বস্তুতঃ) সে নিজের মঙ্গলের জন্যই এমনটি করে, নয়তো আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টিকূল এবং তাদের সকল প্রকার কার্যকলাপের অমুখাপেক্ষী।"** আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ংসম্পূর্ণ, বান্দা কী করে না করে তাঁর এসবের কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। পরবর্তীতে এ সম্পর্কে একটি বিশদ হাদীসও আমি বর্ণনা করবো। মানুষ যা কিছু করে তা নিজের স্বার্থেই করে। "একইভাবে সূরা হুজুরাতে বলেন, قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ (সূরা আল্ হুজুরাত: ১৮) অর্থাৎ, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মহানবী (সা.)'র প্রতিও অনুগ্রহ করো নি, আল্লাহ্ তা'লার প্রতিও না, বরং (এটি) আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ, তিনি সেই পথ বাতলে দিয়েছেন যা মানুষের উন্নতি এবং সফলতার কারণ। অতএব, পবিত্র কুরআনের আলোকে ইবাদত মূলত বান্দার কল্যাণের জন্যই আর এর কারণ হলো, ইবাদত কেবল বাহ্যিক অঙ্গ-সঞ্চালনা বা ওঠাবসার নাম নয় বরং সেসব বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ চেষ্টা-সাধনার নাম যা মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার বৈশিষ্ট্যের বিকাশস্থল বানিয়ে দেয়। কেননা 'আব্দ'-এর অর্থ মূলতঃ কোন নকশা বা ছাপ গ্রহণ করা এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত হওয়া। আর একথা সর্বজন বিদিত, যে ব্যক্তি ষোলোআনা আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত হবে, ঐশী গুণাবলী নিজের মাঝে সৃষ্টি করবে এবং উন্নতির পরম স্তর অর্জন করবে। অতএব, এই কাজ স্বয়ং তার জন্যই কল্যাণকর হবে; আল্লাহ্ তা'লার জন্য নয়। বাইবেলে যে লিখিত আছে, মানুষকে আল্লাহ্ তা'লা আপন আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। **(আদি পুস্তক ১ম অধ্যায়, ২৭ শ্লোক)** অতএব, এখানেও এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, মানুষকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সে যেন নিজের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী সৃষ্টি করতে পারে নতুবা আল্লাহ্ তা'লা তো সকল প্রকার আকৃতির ঊর্ধ্বে।

অতএব, ইবাদতের প্রতি গুরুত্বারোপ করার অর্থ হলো কেবল আল্লাহ্‌র সত্তাকে নিজের চোখের সামনে রাখো, কেননা পরিপূর্ণরূপে চিত্র তখনই অঙ্কন করা সম্ভব যখন মন-মস্তিষ্কে সেই ব্যক্তির ছবি থাকে যার ছবি তোলা হবে আর আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীকে দৃষ্টিপটে রাখা এবং নিজের মন-মস্তিষ্কে তাঁর চিত্র ধারণ করার নামই হলো ইবাদত; এতে মানুষেরই কল্যাণ রয়েছে আল্লাহ্ তা'লার নয়।"

এরপর তিনি (রা.) বলেন, "এ বিষয়ের প্রতি একটি হাদীসেও ইঙ্গিত রয়েছে, যাতে বর্ণিত হয়েছে; মহানবী (সা.)-কে একজন জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! **'মাল ইহ্সানু'?** অর্থাৎ পরিপূর্ণ ইবাদত কাকে বলে? উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, **'আন তা'বূদাল্লাহা কাআন্নাকা তারাহু'** অর্থাৎ. তুমি এমনভাবে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করো যেন আক্ষরিক অর্থে তিনি যাবতীয় গুণাগুণসহ তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হন। **(তফসীরে কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪৩)**

এরপর যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দাদেরকে (কল্যাণে) ভূষিত করার জন্যই ইবাদতের নির্দেশ দেন আর তাদের কল্যাণার্থেই দেন। এ সম্পর্কে এ বিষয়টিকে অন্য আরেক স্থানে বর্ণনা করেন, أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (সূরা আন্ নমল: ৬৩) অথবা কে উদ্বিগ্নচিত্ত ব্যক্তির দোয়া কবুল করেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং (তার) কষ্ট দূর করে দেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন? আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কী? তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করো।

কাজেই, যেমনটি আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি; যারা ইবাদতের বিরোধী অথবা অকারণে আপত্তি করে তাদেরও কষ্টের সময় দোয়ার কথা স্মরণ হয়। তারা তাদের মতো যাদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তারা যখন বন্যা কবলিত হয় তখন আহাজারি করে এবং দোয়া করতে আরম্ভ করে। আর যখন ঝড় থেমে যায় এবং তারা ডাঙ্গায় পৌঁছে যায় তখন আবার অস্বীকারী হয়ে যায়। তিনি (রা.) বলেন, ইনি আল্লাহ্ যিনি এভাবে উদ্বিগ্নচিত্তের দোয়া শ্রবণ করেন এবং দুঃখ-কষ্ট লাঘব করেন, আর আমরা অতীতের এই দৃশ দেখেছি। সে-ই দোয়াকারীরাই অবশেষে পৃথিবীতে রাজত্ব করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। কাজেই, তোমাদের জন্যও একই নির্দেশ, যদি ইবাদত করতে থাকো তাহলে আল্লাহ্ তা'লার পুরষ্কাররাজি থেকেও অংশ লাভ করতে থাকবে।

লক্ষ্য করলে দেখবেন, ইবাদতের মান যখন থেকে অধঃপতিত হয়েছে তখন থেকে মুসলমানদের প্রভাবও ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়েছে। আজ প্রত্যেক ক্ষমতাধর জাতি তাদের সাথে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করে, আর এখন তো গোটা বিশ্বই (এটি) দেখছে। কাজেই মনে রেখ! এই পুরষ্কার সেসব ইবাদতের কল্যাণেই ছিল যা আমাদের পিতৃপুরুষরা করেছেন বা করতে থেকেছেন। যা সাহাবীরা করেছেন; সেসবের কারণেই বিভিন্ন বিজয় অর্জন করেছেন। ইবাদতের প্রতি যদি মনোযোগ নিবদ্ধ থাকলে এই পুরষ্কার এখনো পাওয়া সম্ভব এবং পেতে থাকবে। আর তুমি যদি মনে করো, এই পার্থিব জগতে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারও ইবাদত করে তুমি তোমার হারানো উত্তরাধিকার ফিরে পাবে; তবে তা (অলীক) কল্পনা মাত্র। কিন্তু সমস্যা হলো, জাগতিকতা, ভোগ বিলাসিতা এবং পার্থিব চাকচিক্য তোমাকে এতটাই বুঁদ করে রেখেছে যে, তুমি একথা ভাবার ফুরসতও পাও না যে, এটা কী হচ্ছে আর তুমি এ সম্পর্কে ভাবতেও চাওনা। যেসব মুসলমান দেশে এবং নেতৃবৃন্দের কাছে শাসনক্ষমতা রয়েছে তাদেরতো এসব নিয়ে ভাবার ফুরসতই নেই; আর তারা ভাবতে চায়ও না। যেমনটি আমি বলেছি, এগুলো সবই জাগতিকতা, ইবাদতের ঘাটতিই আজ মুসলিম উম্মাহ্র এই হাল বানিয়ে দিয়েছে, (অধঃপতনের) এই সীমায় পৌঁছে দিয়েছে। অতএব, আল্লাহ্র ইবাদতের কী প্রয়োজন, আর ইবাদত (করা) কঠিন এবং বর্তমান যুগে এমনটা করা সম্ভব নয়– এ জাতীয় প্রশ্ন করার পরিবর্তে প্রত্যেক আহমদী মুসলমান অন্য মুসলমানদের এটি বুঝান যে, সেই হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করতে হলে

ইবাদতের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করো। আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী পালন করো, কেননা মুসলমান দাবি করার পর আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত না করলে আমরা তাঁর পুরষ্কাররাজির উত্তরাধিকারী হতে পারবো না।

মনে রেখ! এটিই মুসলমানের বিশেষত্ব আর এটিই একজন আহমদীর বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় হওয়া উচিত অর্থাৎ, সে যেন আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতকারী হয়। আর এসব ইবাদতই তাকে বিনয়ে সমৃদ্ধ করবে এরপর এই বিনয়ই তাকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের সুযোগও প্রদান করবে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে আপন সান্নিধ্যে স্থান দান করবেন আর সে পুরষ্কারও লাভ করবে। অতএব, বিবেক খাটাও। এটিও স্মরণ রেখ! এই পুরষ্কার বিনত হয়ে ইবাদতকারীরাই লাভ করে। আর ইবাদতকারীরা ইবাদতের ক্ষেত্রে ক্লান্ত হয় না, অধৈর্যও হয় না। এই প্রশ্নও তুলে না যে, পাঁচবেলার নামায পড়া দুরূহ। বরং স্বীয় জন্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুধাবন করে খোদা তা'লার সমীপে বিনত থাকে। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (সূরা আল্ আম্বিয়া: ২০) আর আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। আর যারা তাঁর সন্নিধানে আছে তারা তাঁর ইবাদত করার ক্ষেত্রে অহংকার বশে বিরত হয় না আর কখনো ক্লান্তও হয় না। কাজেই, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সবকিছু যেহেতু তাঁরই, তাহলে মনোযোগ দেয়ার মত তাঁর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কে হতে পারে?

প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষ সেদিকেই বেশি আগ্রহ দেখাবে যেখানে সে বেশি লাভ দেখবে। পার্থিব বিষয়াদিতে সবাই লাভ দেখে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার বিষয়ে এদিকে দৃষ্টি যায় না। অথচ আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন, আমার কাছ থেকেই তোমার যাবতীয় কল্যাণ লাভ করবে। আর আমার সমীপেই বিনত হও। ইবাদত করো, অহংকার পরিত্যাগ করো। আর আল্লাহ্ তা'লার ক্ষেত্রে কেন এমনটি হয় না? এ জন্যই আল্লাহ্ তা'লা ছাড় দিয়ে রেখেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যারা তাঁর ইবাদত করে না অথবা অংশীদার সাব্যস্তকারীদের তৎক্ষণাৎ ধৃত করেন না, কেননা পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন। চাইলে আমার কাছে আসো, নয়তো শয়তানের দিকে যাও। কিন্তু একথাও বলে দিয়েছেন, শয়তানের কাছে গেলে আমার পুরষ্কাররাজি থেকেও বঞ্চিত হবে এবং পৃথিবীতেও কখনো কখনো পাকড়াও হতে পারে। যাহোক, তুমি যদি আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতকারী না হও তবে পরকালে ধৃত হওয়া অবধারিত। বস্তুতপক্ষে, নিয়মনীতি ভঙ্গকারীদের শাস্তি প্রদান করার অধিকার মালিক (বা সর্বাধিপতি)'র রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ক্ষেত্রে কোন কোন বিচক্ষণ হওয়ার দাবিদাররা একথা বলে যে, শাস্তি প্রদানের অধিকার থাকা ঠিক নয়। আর নিজের ইচ্ছা খুশিমত ইবাদত করা বা না করারও পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত। স্বাধীনতা তো রয়েছেই কিন্তু মালিক (বা সর্বাধিপতি) হওয়ার কারণে তাঁর শাস্তি প্রদানেরও অধিকার রয়েছে, আর তাঁর পাকড়াও করারও অধিকার রয়েছে। এ বিষয়ে

আপত্তি করা হয় যে, মানুষকে ইবাদত করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টির যে নীতি নির্ধারণ করেছেন; এটি চরম ভুল– আল্লাহ্ তা'লা জোর করে তাঁর ইবাদত করাতে চান। অথচ আল্লাহ্ তা'লা এসব কিছু করিয়ে পুরষ্কাররাজিতে ভূষিত করছেন। অত্যাচারী শাসকের ন্যায় বলছেন না যে, যে কোন মূল্যে একাজ করো; যেভাবে বিনা পরিশ্রমে কাজ করানো হয়। কেবলমাত্র পুরষ্কাররাজিতেই ভূষিত করেন না বরং যেখানে ইবাদতের ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য প্রয়োজন সেখানে স্বাচ্ছন্দ্যও সৃষ্টি করেন। যেমন সফরে, অসুস্থ্যাবস্থায় রোযাদারের জন্যও আর নামাযীদের জন্যও যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। কাজেই, এ বিষয়ে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়ার ধারণা পোষণ করার পরিবর্তে মানুষ যত বেশি চিন্তাভাবনা করবে তত বেশি আল্লাহ্ তা'লার করুণার চিত্র পরিষ্ফূটিত হয়। এরপর তাঁর প্রশংসা ও তাঁর ইবাদতের প্রতি অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ হয়, কিন্তু এরপরও কেউ যদি একথাই বলতে তাকে যে, ইবাদত অনেক কঠিন কাজ আর কেনই-বা ইবাদত করা হয়, এবং ইবাদতের দিকে না এসে নির্বোধের মত শুধু যুক্তি-প্রমাণ দিতেই থাকে আর তাও অদ্ভুত সব যুক্তি-প্রমাণ। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা যিনি পুরস্কার দেওয়ার জন্য বান্দাকে ইবাদতে করার নির্দেশ দিয়েছেন; বান্দার নিজের কল্যাণার্থেই ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, এরপরও যদি তোমরা না মানো, অস্বীকারে একগুঁয়েমি করো, এক্ষেত্রে পীড়াপীড়ি করো– তাহলে খোদা তা'লারও তোমাদের (বিষয়ে) কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। তোমাদের মত অবাধ্যদেরকে নিজের আশেপাশে ভেড়ানোর কোন আগ্রহ তাঁর নেই। যেমনটি তিনি বলেন, قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ۖ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا (সূরা আল্ ফুরকান: ৭৮) অর্থাৎ, তুমি (অবিশ্বাসীদেরকে) বলো, **'আমার প্রভু তোমাদের কোন পরওয়া করেন না যদি তোমাদের দোয়া না থাকে। যেহেতু তোমরা (আল্লাহ্‌র বাণীকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ, অতএব এর শাস্তি অচিরেই তোমাদের সাথে সংযুক্ত হবে।'**

অতএব, বিষয়টি স্পষ্ট যে; দোয়া এবং ইবাদতের প্রয়োজন আল্লাহ্ তা'লার নয় বরং প্রয়োজন তোমাদের। কাজেই, তোমরা যদি অস্বীকৃতিতে একগুঁয়েমি করতে থাকো তাহলে খোদা তা'লাও তোমাদের কোন পরওয়া করেন না। এখন শাস্তির জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। সর্বোপরি এটি তাঁর অধিকার, কেননা তিনি মালিক (তথা সর্বাধিপতি)।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"পরিপূর্ণ উপাসক সে-ই হতে পারে যে অন্যের হিত সাধন করে কিন্তু এই আয়াতে আরও সুস্পষ্ট করা রয়েছে; তা হলো قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ অর্থাৎ তাদেরকে বলো, তোমরা যদি প্রভু-প্রতিপালককে না ডাকো তাহলে আমার প্রভু তোমাদের কোন পরওয়াই করেন না।"** (আল্ হাকাম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, সংখ্যা- ২৪, ১০ জুলাই, ১৯০২, পৃষ্ঠা: ৪) তিনি ইবাদতকারীর আকুতি শোনেন; তাঁর পক্ষে দণ্ডায়মান হন। শত্রুর (হাত) থেকে তাকে নিরাপদ রাখেন।

তিনি (আ.) তাঁর একটি রুইয়া বা সত্য স্বপ্নের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, **"মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো, খোদা তা'লার ইবাদত; কিন্তু সে যদি বাহ্যিক উপায় উপকরণ এবং বহিঃসম্পর্কের**

কারণে নিজ প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে।" (অর্থাৎ ইবাদতের উদ্দেশ্যই এটি কিন্তু তার ওপর যদি পরিবেশের প্রভাব পড়ে আর আল্লাহ্ তার প্রকৃতিতে যেসব গুণাগুণ রেখেছিলেন সেগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে এবং নষ্ট করে ফেলে) **"তাহলে খোদা তা'লা তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না। সেদিকেই এ আয়াতটি ইঙ্গিত করছে,** قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ **। আমি পূর্বেও একবার উল্লেখ করেছিলাম যে, আমি একটি রুইয়াতে দেখেছি, আমি একটি জঙ্গলে দাঁড়িয়ে আছি। এর পূর্ব-পশ্চিমে একটি দীর্ঘ নালা বয়ে গিয়েছে। এই নালার কতগুলো নেকড়েকে শুইয়ে রাখা হয়েছে আর প্রত্যেক নেকড়ের জন্য একজন করে কসাই নিযুক্ত আছে"** (অর্থাৎ প্রতিটি নেকড়ের জন্য একজন করে কসাই দাঁড়ানো আছে।) **"সেই নেকড়েগুলোর গলায় ছুরি ধরে তারা প্রস্তুত এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে"** (এগুলোর ব্যাপারে নির্দেশ জানার অপেক্ষায়)। **"আমি তাদের পাশে পায়চারি করছি। আমি এই দৃশ্য দেখে বুঝতে পারি যে, এরা ঐশী নির্দেশের জন্য অপেক্ষমান। তখন আমি এই আয়াতই পাঠ করি,** قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ (সূরা আল্ ফুরকান: ৭৮) **এটি শোনামাত্রই কসাইরা তৎক্ষণাৎ ছুরি চালিয়ে দেয়।"** (অর্থাৎ, সেগুলোর গলায় ছুড়ি চালায়, জবাই করে ফেলে) **"আর বলে, তুমি কে? মামুলী বর্জ্য-ভক্ষক নেকড়েই তো!"** আবর্জনা ভক্ষণকারী নেকড়েই তো?

তিনি (আ.) বলেন, **"অতএব, খোদা তা'লা মুত্তাকীর জীবনের পরওয়া করেন এবং তার স্থায়ীত্ব পছন্দ করেন। আর যে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলে তিনি তার ভ্রুক্ষেপ করেন না এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন। তাই প্রত্যেকের জন্য স্বীয় প্রবৃত্তিকে শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্ত করা অপরিহার্য। ক্লোরফর্ম যেভাবে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে ফেলে তদ্রুপ শয়তানও মানুষকে ধ্বংস করে আর তাকে ঔদাসীন্যের ঘুম পাড়িয়ে দেয় এবং এভাবেই তাকে ধ্বংস করে দেয়।"** (আল্ হাকাম, ৫ম খণ্ড, সংখ্যা ৩০। ১৭ই আগস্ট, ১৯০১, পৃষ্ঠা: ১)

কাজেই, তাকে এখানে রুইয়া বা সত্য স্বপ্নে যা দেখানো হয়েছে অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করে না তাদের অবস্থা জীবজন্তুর মতো। তারা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও (আল্লাহ্) তাদের প্রতি কোনই ভ্রুক্ষেপ করেন না। আল্লাহ্ তা'লা একেবারেই তাদের সুরক্ষা করেন না। বরং তিনি বলেছেন, তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়।

একটি রেওয়ায়েতে হযরত নু'মান বিন বশীর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **ইবাদত মূলতঃ দোয়া-ই**। এরপর মহানবী (সা.) এই আয়াত পাঠ করেন, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (সূরা আল্ মু'মিন: ৬১) **আর তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা আমার ইবাদতের ক্ষেত্রে অহংকার করে, তারা নির্ঘাত লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'** (তিরমিযী আবওয়াবুদ দা'ওয়াত। বাবু মা জাআ ফী ফাযলিদ দু'আ) সেই ব্যক্তিই নিজেকে বড় মনে করে যার মাঝে দাম্ভিকতা রয়েছে অথবা যার মাঝে শয়তান বাসা বেঁধেছে। তাই শয়তান মন-মস্তিষ্কে এমন কু-ধারণা সৃষ্টি করতে থাকে; কেননা শয়তান আছে আর সে যে কোন সময়-ই প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কাজেই, কারও ওপর (শয়তানের) প্রভাব

থাকুক বা না থাকুক; নিজ নিজ জাগতিক পরিবেশে প্রচুর পরিমাণে ইস্তেগফার করা প্রয়োজন যেন জাহান্নামের শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

এরপর আরেকটি রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত আবু যার (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যেসব কথা মহানবী (সা.) বর্ণনা করেছেন তন্মধ্যে এটিও একটি যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, হে আমার বান্দা! আমি আমার জন্য অন্যায়কে হারাম করেছি এবং এটি তোমাদের জন্যও হারাম করে দিয়েছি। অতএব, হে আমার বান্দারা! তোমরা পরস্পরের প্রতি অন্যায় করো না। (এটি দীর্ঘ একটি হাদীস, এতে বিভিন্ন ধরণের নির্দেশনা রয়েছে) তোমাদের মাঝে যাকে আমি হিদায়াত দেই সে ছাড়া সবাই পথভ্রষ্ট। অতএব, তোমরা আমার কাছে হিদায়াত প্রার্থনা করো; আমি তোমাদের হিদায়াত দান করব। পুনরায় বলেন, হে আমার বান্দারা! তোমাদের মাঝে যাকে আমি আহার করাই সে ছাড়া প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত। অতএব, তোমরা আমার কাছে অন্ন প্রার্থনা করো; আমি তোমাদের আহার করাব। কাজেই, তোমরা আমার কাছে পোশাক প্রার্থনা করো; আমি তোমাদের পোশাক দান করব। তারপর তিনি বলেন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা দিবারাত্রি পাপাচার করতে থাকো আর আমি সকল পাপ ক্ষমা করি। অতএব, তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিব। হে আমার বান্দারা! (এখানে ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন) তোমরা আমার ক্ষতি সাধন করার মতো অবস্থায় পৌঁছতে পারবে না আর আমার কোন উপকার করার মতো যোগ্যতাও রাখ না। মোটকথা, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করে কিংবা না করে বান্দার পক্ষে তাঁর কোন উপকার বা ক্ষতি করার কোন ক্ষমতাই নেই। এরপর আরো স্পষ্ট করে বলেছেন, হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের সামনে এবং পেছনে; তোমাদের সাধারণ ও বিশিষ্টজনেরা; তোমাদের মাঝে পরম খোদাভীরু হৃদয়ের অধিকারীর ন্যায় হয়ে যায় তবুও সে আমার রাজত্বে সামান্যতম সংযোজন করতে পারবে না। আর হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের সামনে এবং পেছনে; তোমাদের সাধারণ ও বিশিষ্টজনেরা; তোমাদের মাঝে চরম পাপীষ্ঠ হৃদয়ের অধিকারীর ন্যায় হয়ে যায় তবুও আমার সাম্রাজ্যে কোন ঘাটতি দেখা দেবে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের সামনে এবং পেছনে; তোমাদের সাধারণ ও বিশিষ্টজনেরা একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করতে তাকে আর আমি প্রত্যেককে তার প্রার্থিত বস্তু দান করি তবুও আমার কাছে যা আছে তাতে সামান্যও ঘাটতি দেখা দেবে না; সমুদ্রে একটি সূঁচ ডুবিয়ে তা বের করলে যতটুকু ঘাটতি হয় তা ব্যতীত। হে আমার বান্দাগণ! এই হলো তোমাদের কর্ম; যা আমি তোমাদের জন্য হিসাব রাখি। এরপর আমি তোমাদেরকে পূর্ণরূপে প্রতিদান দিই। আমার গণনার কোন প্রয়োজন নেই। তোমাদেরকে প্রতিদান দেয়ার জন্যই গণনা করি। অতএব, তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি কল্যাণ লাভ করে (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমন হয়ে থাকে যে, গণনার পরিবর্তে বিনা হিসাবেই পার করে দিই; এমন রেওয়ায়েতও রয়েছে) তার উচিত আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা করা। আর

যে এ ছাড়া লাভ করে তাহলে সে কেবল নিজেকেই ধিক্কার দেয়। সাঈদ বলেন, বর্ণনাকারী যখন এই হাদীস বর্ণনা করতেন তখন তিনি নতজানু হয়ে পড়ে যেতেন।

অতএব, এখানে যে বলা হয়েছে, হামদ্ বা প্রশংসা করো। এই হামদ্ বা প্রশংসা ইবাদতের মাধ্যমেই (করা) সম্ভব। আল্লাহ্ তা'লার হামদ্ বা প্রশংসার প্রতি যত বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ হবে তত বেশি ইবাদতের প্রতি মনোনিবেশ হবে। তিনি বলেন, যদি তা না করো তাহলে আমার কিছু যায় আসে না, কেননা পৃথিবীর সকল মানুষ; যারা বর্তমানে আছে, অতীতে ছিল আর ভবিষ্যতেও যারা আসতে যাচ্ছে তারাও যদি মুত্তাকী হয়ে যায় এবং একজন খোদাভীরু ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যায় তবুও এতে আমার রাজত্বে ও আধিপত্যে কোন বৃদ্ধি ঘটবে না। এতে আমার কিছুই যায় আসে না। নূন্যতম তারতম্যও ঘটবে না, তিল পরিমাণও ঘাটতি দেখা দেবে না। আবার সবাই যদি মন্দকর্মে এবং পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যায় তবুও আমার রাজত্বে ও আধিপত্যে সামান্যতম ঘাটতি হবে না। এতটুকুও কমতি হবে না যতটুকু সমুদ্রে একটি সূঁচ ডুবানোর ফলে এর ডগাতে যে পানির বিন্দু লেগে থাকার ফলে ঘাটতি সৃষ্টি হয়। এসব কিছুই তোমাদের কল্যাণার্থে। যদি তোমরা আমার সামনে বিনত হও তাহলে নিজেদের ইহকাল ও পরকাল সুনিশ্চিত করার জন্যই এই ইবাদত করো।

এরপর আরেকটি রেওয়ায়েতে এসেছে, মহানবী (সা.) বলেন, **"মানুষ সিজদাবনত অবস্থায় তার প্রভুর সবচেয়ে নিকটে থাকে। তাই সিজদাতে অনেক দোয়া করো।"** **(মুসলিম কিতাবুস সালাত মা ইউক্বালু ফীর্ রুকূ ওয়াস্ সজূদ)**

এটি হলো ইবাদতের রীতি, নামাযের প্রতি মনোযোগ। যে নামায পড়বে সে সিজদাও করবে। অতএব, নামাযের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। এরপর নামাযের সিজদায় সবচেয়ে বেশি দোয়ার করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কেননা, একস্থানে {মহানবী (সা.)} বলেছেন, নামাযই ইবাদতের সার বা নির্যাস। যেমনটি আমি বলেছি, নামাযেও আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের সবচেয়ে মোক্ষম সুযোগ হলো সিজদারত অবস্থা। মানুষ যখন পরম বিনয়ের সাথে খোদা তা'লার আস্তানায় মাথা ঠুকে, তার সমীপে বিনত হয়; তাঁর কাছে মিনতি জানায়; তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। এটিই সেই অবস্থা যখন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তখন মানুষ আমার খুবই নিকটে থাকে। এজন্য সেসময় অনেক বেশি প্রার্থনা করা উচিত। আর তখন (অর্থাৎ সিজদারত) অবস্থায় চাও যাতে ঐশী করুণা এবং দয়াকেও উদ্বেলিত করতে পারো।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"মোটকথা, প্রত্যেক মুহূর্তে ও ক্ষণে তাঁর (আল্লাহ্‌র) প্রতি বিনত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে আর মু'মিন প্রতি মুহূর্তে তাঁর প্রতি মনোযোগী না হয়ে চলতেই পারে না। কেউ যদি এসব বিষয়ে মনোযোগ না দেয় এবং ধর্মীয় দৃষ্টিতে এগুলো মূল্যায়ন না করে তাহলে সে তার জাগতিক বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য করেই দেখুক যে, খোদা তা'লার সাহায্য এবং অনুগ্রহ ব্যতীত তার কোন কাজ সম্পন্ন হওয়া কি সম্ভব? আর সে জাগতিক কোন সুফল লাভ করতে পারে কি? কখনোই**

না। ধর্মীয় বিষয় হোক বা জাগতিক, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তার খোদা তা'লার সত্তার ভীষণ প্রয়োজন। আর সর্বদা তাঁরই মুখাপেক্ষীতা বিদ্যমান। আর যে তাঁকে অস্বীকার করে (সে) চরম ভুলের মাঝে নিপতিত। তোমরা তাঁর প্রতি অনুরাগ রাখ কিনা এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই। قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ (সূরা আল্ ফুরকান: ৭৮) অর্থাৎ যদি তাঁর প্রতি বিনত থাকলে এতে তোমাদেরই লাভ হবে। মানুষ নিজেকে যত বেশি হিতৈষী ও কার্যকর প্রমাণ করবে তত বেশি তাঁর পুরষ্কাররাজি লাভ করবে। লক্ষ্য করো! একটি গরু কোন কৃষকের কাছে যতই প্রিয় হোক না কেন কিন্তু এটি যখন তার কোন কাজে আসবে না, (গরুর) গাড়ীতে যুক্ত করা যাবে না; চাষের কাজেও আসবে না আবার কূঁড় থেকে (পানি তোলার) কাজেও আসবে না তখন অবশেষে এটি জবাই করা ছাড়া আর কোন কাজে আসবে না।" এক্ষেত্রেও কোন প্রাণী যখন কোন কাজে আসে না তখন সেটিকে জবাই করা হয়। অথবা তাদেরকে বিশেষভাবে এজন্য লালন-পালন করা হয়। এরপর তিনি (আ.) বলেন, "এক দিন না এক দিন (পশুর) মালিক এটিকে কসাই-এর হাতে তুলে দিবে।" (গরুর উদাহরণ দিচ্ছেন) অতএব, "একইভাবে যে মানুষ খোদা তা'লার পথে কল্যাণকর প্রমাণিত না হবে খোদা তা'লা আদৌ তার সুরক্ষার দায়িত্ব নিবেন না। নিজেকে একটি ফলবান ও ছায়াময় বৃক্ষের মতো গড়ে তোলা উচিত যাতে মালিকও তার যত্নআত্তি করতে থাকে। কিন্তু যদি এমন বৃক্ষের মতো হয় যাতে না ধরে কোন ফল আর না থাকে কোন পাতা যাতে লোকজন ছায়াতে এসে (খানিকক্ষণ) বসতে পারে; তাহলে তা কেটে ফেলা আর আগুনে পোড়ানো বৈ আর কি কাজে আসতে পারে।

খোদা তা'লা তাঁর মা'রেফাত ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই মানুষ সৃষ্টি করেছেন। وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ {অর্থাৎ জিন্ন ও ইনসানকে আল্লাহ্ কেবল তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন (সূরা আয্ যারিয়াত: ৫৭)} যে এই মূল উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিপটে না রেখে দিবারাত্রি জগত অর্জনের চিন্তায় নিমগ্ন থাকে যে, আমি অমুক জমি কিনব, অমুক বাড়ি বানাব, অমুক সম্পত্তি করতলগত করব। তাহলে এমন ব্যক্তিকে খোদা তা'লা কিছু দিন অবকাশ দিয়ে ফেরত ডেকে নেওয়া ছাড়া আর কী ব্যবহার করতে পারেন?

মানুষের হৃদয়ে খোদা তা'লাকে পাবার এক ব্যাকুলতা থাকা উচিত যার সুবাদে সে তাঁর দৃষ্টিতে একটি মূল্যায়ণযোগ্য বস্তুতে পরিণত হয়ে যাবে। তার হৃদয়ে যদি এই ব্যাকুলতা না থাকে; আর শুধুই জাগতিকতা এবং এর মাঝে যা কিছু তার মোহ থাকে তাহলে অবশেষে কিছুদিন অবকাশ পেয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। খোদা তা'লার অবকাশ দেওয়ার কারণ হলো, তিনি সহিষ্ণু কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁর সহিষ্ণুতার বৈশিষ্ট্য থেকে কল্যাণ লাভ করে না তাহলে তিনি তার কী করবেন। অতএব, খোদা তা'লার সাথে সামান্যতম হলেও সম্পর্ক স্থাপনের মাঝেই মানুষের সৌভাগ্য নিহিত। সকল ইবাদতের কেন্দ্রবিন্দু হলো হৃদয়। যদি (কেউ) ইবাদত করে কিন্তু তার হৃদয় খোদা তা'লার প্রতি বিনত না থাকে তাহলে

ইবাদত কোন কাজে আসবে? কাজেই তাঁর প্রতি হৃদয়ের পূর্ণ নিবেদন আবশ্যক।" **(মলফূযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ২২১-২২২, আল্ বদর- ২০শে জানুয়ারি, ১৯০৫)**

অর্থাৎ, সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সর্বদা শয়তানী কুমন্ত্রণা ও চিন্তাভাবনা থেকে নিরাপদ রাখুন। আমাদের হৃদয়ে যেন কখনো এই চিন্তার উদ্রেগ না ঘটে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর ইবাদতের নির্দেশ দিয়ে আমাদেরকে কোন্ বিপদে ফেলে দিয়েছেন বরং আমরাও যেন আমাদের মনিব ও অনুসরণীয় নেতার অনুকরণে নামায এবং ইবাদতের মাঝেই যেন নিজেদের চোখের শীতলতা অন্বেষী হই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন, আমীন।

(খুতবাতে মসরূর, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৬৫-৮৮১)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)